সূরা আন্ নাস-১১৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণকাল ও প্রসঙ্গ

এ সূরা 'মুআওভেযাতান' সূরাদ্বয়ের দ্বিতীয়। পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুই এ সূরাতে বিস্তৃতি লাভ করে একে পূর্ণতা দান করেছে। পূর্ববর্তী 'সূরা ফালাকে' মু'মিনরা ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার ও বিপদাপদ থেকে যাতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থেকে রক্ষা পেতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সূরাতে ঠিক তেমনিভাবে মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও নিরাপত্তা চেয়ে দোয়া করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে বিপদাপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার নানারূপ পরীক্ষার আবর্তে পড়ে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত না হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কেবল মৌখিক প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং যে সকল কাজ-কর্মের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণা আকৃষ্ট হয় সেগুলো সম্পাদন করাও প্রয়োজন। 'কুল' (তুমি বল)-এ নির্দেশটিতে কেবল ঘোষণা করারই নয়, পরন্তু কাজ করারও নির্দেশ রয়েছে। সূরাটিকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে 'আন্ নাস' (মানবজাতি) নামকরণ করা হয়েছে। কারণ জিন-ইন্‌সানের (সর্ব শ্রেণীর মানুষের) কুচক্র ও কুমন্ত্রণাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশ্ব-মানবের প্রভু-প্রতিপালক, বিশ্ব-মানবের মালিক ও বিশ্ব-মানবের উপাস্যের কাছেই সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ সূরাটিতে দেয়া হয়েছে। 'সূরা ফালাকে'র অবতরণকালেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এ দুটি সূরা দ্বারা পবিত্র কুরআনের সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

★ [এ সূরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সেসব সমষ্টিগত চেষ্টাপ্রচেষ্টার সার কথা উপস্থাপন করছে যার রূপরেখা এই দাঁড়ায়, তারা মানবজাতির প্রভু হওয়ার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ তাদের অর্থনীতির মালিক সেজে বসবে এবং এভাবেই তাদের অধিপতি হওয়ারও দাবী করবে, অর্থাৎ তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। এরপর তারা নিজেরাই যেন উপাস্য সেজে যাবে এবং যারা তাদের উপাসনা করবে তারা তাদেরকে দান করবে এবং যারা তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করবে তাদেরকে তারা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র এরূপ কুমন্ত্রণাদানকারীদের অস্ত্রের ন্যায় হবে, যারা কুমন্ত্রণা দিয়ে পশ্চাতে সরে পড়ে, অর্থাৎ হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে নিজেরা অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই যুগে বড় শক্তিগুলোর অবস্থা এমনটিই, অর্থাৎ Capitalism (পুঁজিবাদ) এর অবস্থাও এমনটি এবং জনগণের শক্তি অর্থাৎ সাম্যবাদের (Communism) অবস্থাও তা-ই। অতএব যারাই এসব বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের রক্ষা করবেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُوْرَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আন্ নাস-১১৪

মাদানী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ②

২। তুমি বল, 'আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই,

مَلِكِ النَّاسِ ③

৩। (যিনি) *মানুষের অধিপতি

اِلٰهِ النَّاسِ ④

৪। (এবং) মানুষের উপাস্য[৩৪৭৩]।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ⑤

৫। (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সট্‌কে পড়ে

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑥

৬। (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়,

দেখুন ঃ ক. ৫৯ঃ২৪; ৬২ঃ২।

৩৪৭৩। এ সূরাটিতে আল্লাহ্‌র তিনটি বিশেষ গুণবাচক নামের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা– রব্ব্ (মানুষের প্রভু-প্রতিপালক), মালিক (মানুষের অধিপতি) এবং ইলাহ্ (মানুষের উপাস্য)। আর এ তিনটি নামেই আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ফালাকে কেবল 'রব্বুল ফালাকের' নিকটেই সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ 'রব্বুল ফালাক' এ সেই তিনটি গুণবাচক নামের বৈশিষ্ট্যগুলোও রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে পূর্ববর্তী সূরাতে চারটি দুষ্কৃতি ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র একটি মাত্র নামের দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য সূরাতে একটি মাত্র 'নষ্টামী' তথা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও গোপন ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনটি নামের দোহাই দিতে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, শয়তানের প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণাই সর্বপ্রকারের অনিষ্টের মুল। আল্লাহ্‌র (রব্ব্, মালিক, ইলাহ্) এ তিনটি গুণের সাথে মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান। 'রব্ব্' নামক গুণের আওতায় মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধিত হয়। তার চিন্তা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম 'মালিক' নামের আওতায় পুরস্কৃত বা সাজা প্রাপ্ত হয়। তাঁর 'ইলাহ্' নামটি ব্যক্ত করে, তিনিই ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও উপাসনার পাত্র এবং তাঁকে পাওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ তিনটি নামের উল্লেখ এ কথার ইঙ্গিত দেয়, তিনটি কারণে সকল পাপের উৎপত্তি হয়, যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'প্রভু-প্রতিপালক' মনে করে, কিংবা সর্বময় অধিকারী 'মালিক' মনে করে, অথবা স্বীয় উপাসনার যোগ্য 'ইলাহ' মনে করে, অর্থাৎ মানুষ তখনই পাপ পথে ধাবিত হয় যখন সে অপর ব্যক্তিকে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে, তার অবৈধ কর্তৃত্বের নিগড়ে নিজেকে দাসের মত বেঁধে রাখে এবং তাকে নিজের ভালবাসা ও পূজার একমাত্র পাত্র মনে করে। মু'মিনদেরকে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌কেই তাদের জীবনের অবলম্বন মনে করে, অসঙ্কোচে তাঁরই আনুগত্যে থেকে জীবন যাপন করে এবং তাঁকেই ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-প্রেম ও উপাসনার একমাত্র পাত্র মনে করে। অথবা আল্লাহ্ তাআলার এ তিনটি বিশেষ নামের দোহাই দেয়ার মাঝে এ তাৎপর্যও থাকতে পারে, শোষক পুঁজিবাদীদের কারসাজিপূর্ণ প্রতিপালনকারীর মত চটকদার ভূমিকা দেখে মু'মিনরা যেন প্রকৃত প্রতিপালক 'রব্বিন্নাস'কে ভুলে না যায়, বড় বড় বিশ্ব-শক্তির মন-ভুলানো রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য ভেল্কিবাজি দেখে 'ইলাহ্' বা উপাস্যের মোকাবিলায় যেন সত্য 'ইলাহিন্নাস'কে অবহেলা না করে। সাধারণ মানুষের জন্য এরূপ ভুল করার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের শেষ পর্বে মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে তাঁরই সাহায্যের জন্য আবার প্রার্থনা শিখিয়েছেন যাতে মু'মিন বান্দা সেরূপ ভুল করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

১ [৭] ৩৯ ৭। সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক[৩৪৭৪]।★

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦ ع

৩৪৭৪। অশুভ সত্তা বা শয়তান 'জিনের' (উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মনেও এবং 'নাস' এর (সাধারণ মানুষের) মনেও কুচিন্তা চুপিসারে ঢুকিয়ে দেয়, কাউকেও ছাড়ে না। অথবা আয়াতটির অর্থ হবেঃ কুচিন্তা ও কুপ্ররোচনা দানকারী জিনের মধ্য থেকেও হতে পারে এবং সাধারণ লোকের মধ্য থেকেও হতে পারে।

★ [৫-৭ আয়াতে শেষ যুগে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতিদ্বয়ের পক্ষ থেকে অন্যদের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। 'আল্ জিন্নাতু ওয়ান্নাসু' অর্থ উঁচু শ্রেণীর মানুষের মনেও এবং সাধারণ মানুষের মনেও কুচিন্তা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। অতএব পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী জাতিগুলোর অন্তরে শয়তান যে কুপ্ররোচনা দিবে এর কারণে উভয়েই নাস্তিকতার দিকে চলে যাবে। এর এক অর্থতো হলো এই। দ্বিতীয়ত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়েই কুপ্ররোচনা দানকারী। তারা যাদের উপর রাজত্ব করে তাদের ঈমানে কুপ্ররোচনা দিয়ে তদের দুর্বল করে দেয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]